সাহিত্যের অন্দরমহল

বহুমাত্রিক অন্বেষণ

সম্পাদনা

ড. দেবব্রত গায়েন

SCAN AnyScanner

SAHITYER ANDARMAHAL
BAHUMATRIK ANWESHAN
Edited by DR. DEBABRATA GAYEN

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব
মেধা গায়েন

প্রকাশক
গুণেন শীল
পত্রলেখা
১০ বি কলেজ রো
কলকাতা ৯
চলভাষ : ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপন
ঝুমা বসু

মুদ্রণ
ভারতী অফসেট
কলকাতা ১১৮

প্রচ্ছদ
অমিত মণ্ডল

দাম
৪০০.০০

দুই উর্দু ছোটগল্পে দেশভাগের কথকতা :
'টোবাটেক সিং' ও 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস'
মহেন্দ্র নাথ পাল ৮১

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিরিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' উপন্যাস
ড. লাল্টু মণ্ডল ৯০

সাম্প্রতিক অণুগল্প ও ডিজিটাল গল্পের হালচাল
সুবীর কুমার সেন ১০০

মীর মশাররফ হোসেনের নাটক : সাম্প্রদায়িক - সম্প্রীতির সুর
মোঃ সাহাবুদ্দিন আনসারী ১১১

সৈকত রক্ষিতের গল্প 'পট' ও 'রাঙামাটি' : বিশ্লেষণের আলোকে
সম্পদ দে ১১৬

অনিল ঘড়াইয়ের 'জন্মদাগ' উপন্যাসে প্রান্তজন
নুনম মুখোপাধ্যায় ১২৩

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে লোকজ উপাদান
শ্যামল মোহন্ত ১২৯

উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী অবমাননা
পারমিতা টিকাদার ১৪১

নবনীতা দেব সেনের দেশান্তর : একটি আলোচনা
ড. বিউটি কর্মকার ১৪৮

ধর্মমঙ্গল কাব্যে নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থান
অর্ঘ্য ব্যানার্জী ১৫৪

নীল ময়ূরের যৌবন : বাংলা ও বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী আখ্যান
রাফিকুল ইসলাম ১৬২

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত : এক দহনকবির নিঃসঙ্গ চলন
শিবশক্তি শীট ১৭২

বর্ণালী চিত্রকল্প ও রূপচেতনার ভাঙাগড়া : প্রসঙ্গ জীবনানন্দের কবিতা
অমরেশ দাস ১৮০

অনিল ঘড়াইয়ের 'জন্মদাগ' উপন্যাসে প্রান্তজন

নুনম মুখোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই অন্ত্যজ জীবনের রূপকার। অন্ত্যজ মানুষের জীবন ও জীবিকার সংকটকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁর জন্ম সমাজের আপাত নিম্নবর্গ একটি পরিবারে। তাঁর বেড়ে ওঠা নদিয়া জেলার হরিণঘাটা সংলগ্ন রুক্মিনীপুর, নগরউখড়া গ্রাম, কালীগঞ্জে। পরবর্তীকালে চাকুরীসূত্রে দীর্ঘদিন থেকেছেন চক্রধরপুর অঞ্চলে। অনুভূতিপ্রবণ লেখকের স্মৃতিতে এই সমস্ত এলাকার মানুষজন তাদের জীবন-জীবিকার সংকট এঁকে দিয়ে গেছে জন্মদাগ, যে দাগের তাড়নায় ছটফটিয়ে মরেছেন সারাজীবন। অনুভূতির সূক্ষ্ম স্তর থেকে মানব জীবনের দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েছেন বহুবার। অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনকে অনুভব করতে গিয়ে উপেক্ষা করে গেছেন ব্যক্তিগত জীবন। লিখে গেছেন এই খেটে খাওয়া মানুষদের জীবনেরই অরূপকথা। তেমনি একটি উপন্যাস 'জন্মদাগ'। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

ইদানীন্তন কালে আমরা কমবেশি প্রায় সকলেই 'প্রান্তিক' শব্দটির সাথে পরিচিত। বিষয়টি বহুকাল থেকে চলে এলেও শব্দটি নতুন। এখন সমাজকে যদি বৃত্ত হিসাবে কল্পনা করা যায় তাহলে বলতে হবে প্রান্তিকতার অবস্থান যেকোনো সমাজবৃত্তের পরিধিতে অবস্থানকারীদের মধ্যে। কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হতে থাকা মানুষজন, যাদের নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিংবা টিকে থাকার জন্য, এককথায় সমাজের যেকোনো ক্ষেত্রে প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষই প্রান্তিক মানুষ। শহরের নিম্নবিত্ত, দরিদ্র, শ্রমিক, চাকুরি ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ আমলাদের বাদ দিলে অধস্তন কর্মচারী, গ্রামের ক্ষেতমজুর, চাষী প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ অর্থে প্রান্তিক। এছাড়াও তপশিলি জাতি, উপজাতি, আদিবাসী, ধর্মান্তরিত কিংবা নারী কেউই প্রান্তিকতার তত্ত্বের বহির্ভূত নয়। প্রান্তিকতাকে সমাজগত ও স্থানগত এই দুইভাবে দেখা যেতে পারে। কোনো না কোনো ভাবে এই মানুষগুলি বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত কিংবা অত্যাচারের শিকার। এই প্রান্তিক মানুষদেরকে সমালোচকগণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন। যেমন— 'অন্ত্যজ', 'ব্রাত্য', 'দলিত', 'নিম্নবর্গ', 'সাবলটার্ণ', 'মার্জিন্যাল'। শব্দ এবং অর্থগুলি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও প্রতিটি শব্দের